১০৭

2 1 MAY 1997
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 9 কলাম ৬

দৈনিক সংবাদ

সরজমিন মালোপাড়া

যেখানে কেউ স্কুলে যায় না

।।রুকুন উদ্দৌলাহ।।

এপারে অমৃতবাজার। ওপারে জামালপুর। যশোরের ঝিকরগাছা থানার এ দু'টি গ্রামের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে কপোতাক্ষ। ছোট্ট নদের ব্যবধানে দু'পাড়ে গড়ে উঠেছে দু'টি লোকালয়। আধুনিক যোগাযোগ সমৃদ্ধ অমৃতবাজার একটি ঐতিহাসিক জনপদ। আর জামালপুর হলো সুবিধাবঞ্চিত এক অজ পাড়াগাঁ। এই জামালপুরের মালোদের জীবনচিত্র বিস্ময়কর। সারা পৃথিবী যখন এগিয়ে চলেছে তখনও এই মালোদের পিছুটান কাটেনি। তাদের এ বোধ সৃষ্টি হয়নি যে ইচ্ছা করলে তারাও সম্মান নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। তারাও ভোগ করতে পারে মানবাধিকার।

মালোদের একমাত্র পেশা মাছ ধরা। পানি ঘেটে মাছ ধরতে পারলে দানা-পানির ব্যবস্থা হয়। নতুবা উপোস। এ জীবনধারা একদিনের নয়। আবহমানকাল ধরে চলছে। কোনই পরিবর্তন নেই।

জামালপুরে মালো আছে ১৮ ঘর। তাদের লোকসংখ্যা শতাধিক। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এতোগুলো মানুষের মধ্যে একজনও লেখাপড়া জানে না। লেখাপড়া যে শিখতে হবে এ উপলব্ধি বোধও তাদের মধ্যে জাগেনি আজো।

গোকুল চন্দ্র হালধার এ পাড়ার একজন বর্ষীয়ান বাসিন্দা। তিনি জানালেন, মাছ ধরেই যখন খেতে হবে তখন লেখাপড়া শিখে লাভ কি? ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও তার একই উপলব্ধি। তিনি বলেন, 'সুমায় (সময়) নষ্ট করে ইশকুলি না যেয়ে খড়ি কুড়োলি আর নদীতে বর্ষা পাতলি প্যাটের ভাতের ব্যবস্থা হয়।'

খগেন চন্দ্র হালধারের স্ত্রী উত্তরা বললেন, 'ছেলেমেয়েগের ইশকুলি দিতে হলি জামা-প্যান (প্যান্ট) লাগে, তা পাবো কোথায়।'

পাড়া চষে খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল, হালে মাত্র গোটা সাতেক ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে। তাও প্রতিবেশী গ্রাম দো-শতিনা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক গোলাম মোস্তফার প্রচেষ্টায়। তার হাঁটাহাঁটিতে এসব ছেলে-মেয়ের অভিভাবকরা তাদেরকে স্কুলে পাঠিয়েছেন। সন্দেহ করা হচ্ছে শেষ পর্যন্ত তাদের স্কুলে ধরে রাখা যাবে কিনা। কারণ অভিভাবকরা এটাকে খুব একটা ভালভাবে নেয়নি।

মালোদের পিছুটান শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়। সব ক্ষেত্রে তারা অসচেতন। খোলা জায়গায় পায়খানা করলে রোগব্যাধি ছড়ায় একথা তারা মানতে রাজি নয়। আর এ কারণেই ১৮টি পরিবারের একজনের বাড়িতেও কাঁচা-পাকা কোন পায়খানা নেই।

বিশুদ্ধ খাবার পানির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। আবহমান কাল থেকে তারা খেয়ে আসছে কপোতাক্ষের স্বচ্ছ নামের দূষিত পানি। বছরচারেক আগে এ পাড়ায় একটি সরকারি নলকূপ বসানো হয়। পরে সন্তোষ হালধার ও দুর্গা হালধার ব্যক্তিগত উদ্যোগে দু'টি নলকূপ বসিয়েছেন। এই তিনটি নলকূপ আছে বলেই যে মালোরা বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করে তা ঠিক নয়। খাওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজে নলকূপের পানি ব্যবহার করে না। গোসল, কাপড় ধোয়া এমনকি রান্নার কাজেও তারা ব্যবহার করে কপোতাক্ষের পানি।

যশোর ঃ ওরা সবাই মালোদের সন্তান। কেউই স্কুলে যায় না। যাবার ইচ্ছাও নেই। — সংবাদ